16

দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 OCT 1996
পৃষ্ঠা কলাম

শিক্ষা প্রসারে সরকার সকল শক্তি ও সম্পদ কাজে লাগাবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর সরকার জাতির অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি আনার চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য সকল সম্পদ ও শক্তি কাজে লাগাবে।

জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানোর জন্য তিনি জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সরকারী কর্মকর্তা, এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসহ দলমত নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে একমাত্র শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং তা সকলের কাছে প্রাপ্তিসাধ্য করার মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব।

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছিলেন। খবর বাসসর।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব সৈয়দ আমীর-উল-মূলকও বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সমাজকল্যাণ, পরিবেশের উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক রীতির সম্প্রসারণের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এই দিকগুলো বিবেচনা করে তাঁর সরকার শিক্ষার প্রতি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বারোপ এবং জাতীয় বাজেটে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষার সংস্কার ও শিক্ষাগত অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের স্কুল ত্যাগের হার কমানো এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থিতিশীলতা, ছাত্রদের উপস্থিতি এবং ভর্তি নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তিনি বলেন, শিক্ষা বিস্তারের জন্য জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে আমরা সাফল্যজনকভাবে একটি সামাজিক আন্দোলন শুরু করতে পারলে এই লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে পারব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ অপশাসন ও শোষণের কারণে আমরা পিছিয়ে রয়েছি। অর্থনৈতিকভাবেও আমরা পিছিয়ে রয়েছি। কারণ, জনগণের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অশিক্ষিত। তিনি বলেন, সমাজ থেকে এই অভিশাপ দূর করতে না পারলে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা সুদূর ব্যবধানে পড়ে থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যেসব দেশ সত্তর দশকে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক অনগ্রসর ছিল, তারা শিক্ষা, অর্থনীতি ও শিল্পায়নে আমাদের ছাড়িয়ে গেছে। তাদের এই সাফল্যের প্রতি মৌলিক অবদানই হচ্ছে শিক্ষার বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ ছেলেমেয়ে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে ৩৮ শতাংশ ছাত্রছাত্রী স্কুল ত্যাগ করছে। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার মান ও সন্তোষজনক নয় বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরের জন্য সকল সম্পদ ও শক্তি কাজে লাগাতে চাই।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার আগামী ১০ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজ প্রতিষ্ঠা ও আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি

(৮-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

সকল শক্তি ও সম্পদ কাজে লাগাবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রয়স্ক লোক এবং পুরুষ, মহিলা ও ছেলেমেয়ে সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য সম্মিলিত চেষ্টা চালাতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতার প্রথম দিকে শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাথমিক শিক্ষাকে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসাবে দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন এবং এক লাখ ৫৫ হাজার ৪৪২ জন প্রাথমিক শিক্ষককে সরকারী শিক্ষকের মর্যাদা দেন এবং ১১ সহস্রাধিক নতুন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি দেশে আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত এবং কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ডঃ কুদরত ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু একটি স্বাধীন জাতির উপযোগী নতুন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের আগেই তাকে হত্যা করা হয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন, তাঁর সরকার দেশে গণমুখী, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

শিক্ষাকে একটি মহৎ পেশা হিসাবে আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষকরা নিষ্ঠা ও ত্যাগের সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করলে দেশ দক্ষ ও মেধাবী জনগণ পাবে। তিনি বলেন, প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আজ যেসব শিক্ষক সম্মানিত হলেন অন্যরা তাঁদের অনুসরণ করবে। জাতি আশা করে শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষকরা প্রশংসনীয় অবদান রাখবেন। অনুরূপভাবে যেসব শিক্ষার্থী আজ সম্মানিত হলো তাদের সহপাঠিরা এরকম গৌরব অর্জনের জন্য তাদের অনুসরণ করবে। তিনি আশাপ্রকাশ করে বলেন, শিক্ষার্থীরা তাদের সুপ্ত মেধার বিকাশের মাধ্যমে জাতির জন্য দেশ ও বিদেশে থেকে গৌরব বয়ে আনবে। প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, আজ যেসব শিক্ষার্থী লোভনীয় পুরস্কার পেল তারাই শিক্ষা বিস্তারের জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ করবে এবং জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেবে।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলেন, শিক্ষার সম্প্রসারণ ব্যতীত জনগণ জাতিগঠনমূলক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সঠিকভাবে সম্পৃক্ত হতে পারেন না। তিনি শিক্ষাকে উন্নয়নের মৌলিক প্রেরণা হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, সরকার শিক্ষা সম্প্রসারণের কর্মসূচীকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করেছে।

পরে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে অপরিহার্য অবদান রাখার জন্য ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা ও ব্যক্তিসহ ১১৬ জনের মধ্যে পদক, নগদ পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করেন।

জাতীয় পুরস্কারের জন্য গাইবান্ধার শিবরাম আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে মনোনীত করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভোলানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা পিয়ারা আকতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের জাতীয় স্বর্ণপদক লাভ করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের বাইরে শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পান রাজশাহীর জেলা প্রশাসক কাজী ফরিদ আহমেদ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসাবে নুরুল আমীন চৌধুরী জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদের পুরস্কার পান খাগড়াছড়ির বীরেন্দ্র লাল চক্রবর্তী। শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষকের পুরস্কার পেয়েছেন মাগুরা পিটিআই'র শেখ মোহাম্মদ নুরুল আমীন এবং বেগমগঞ্জের উত্তর মিরওয়ারিশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোহাম্মদ শরীয়তুল্লাহ শ্রেষ্ঠ স্কাউট শিক্ষকের পুরস্কার পেয়েছেন। শ্রেষ্ঠ স্কাউট সংগঠন হিসাবে যশোর ইনস্টিটিউট প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটার লতাচাপলি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা কমিটির পুরস্কার পায়।

কলেজপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এনজেএম আশসাকিব শ্রেষ্ঠ আবৃত্তিকার, ময়মনসিংহের স্নিগ্ধা চশময়রাহমাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাশেদুল হোসেন দেশাত্মবোধক গানে জাতীয় পুরস্কার পায়।

সেনপাড়া পর্বতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোহিনুর আকতার বিথী উপস্থিত বক্তৃতায়, চাঁদপুরের খামপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জেবুলান নুর একক অভিনয়ে, মানিকগঞ্জ সিটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একেএম জামিউল ইসলাম অঙ্কনে, বরিশালের মাহমুদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেরিনা আবুল আনা নৃত্যে এবং বানারিপাড়ার সাব্বির মোর্শিদ শিশির স্কাউটের জন্য জাতীয় পদক পেয়েছে।